মানরো দ্বীপের রহস্য

কাহিনী: সত্যজিৎ রায় ছবি: অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

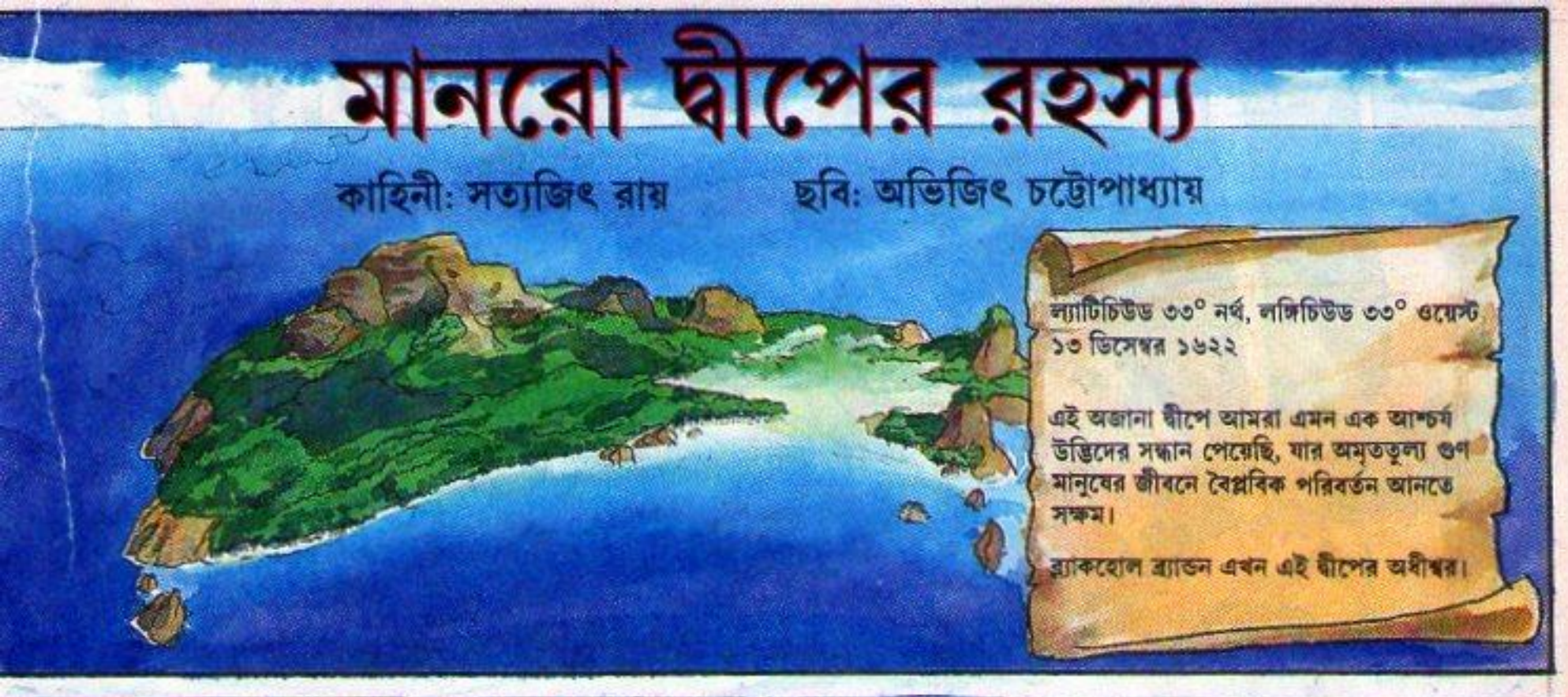

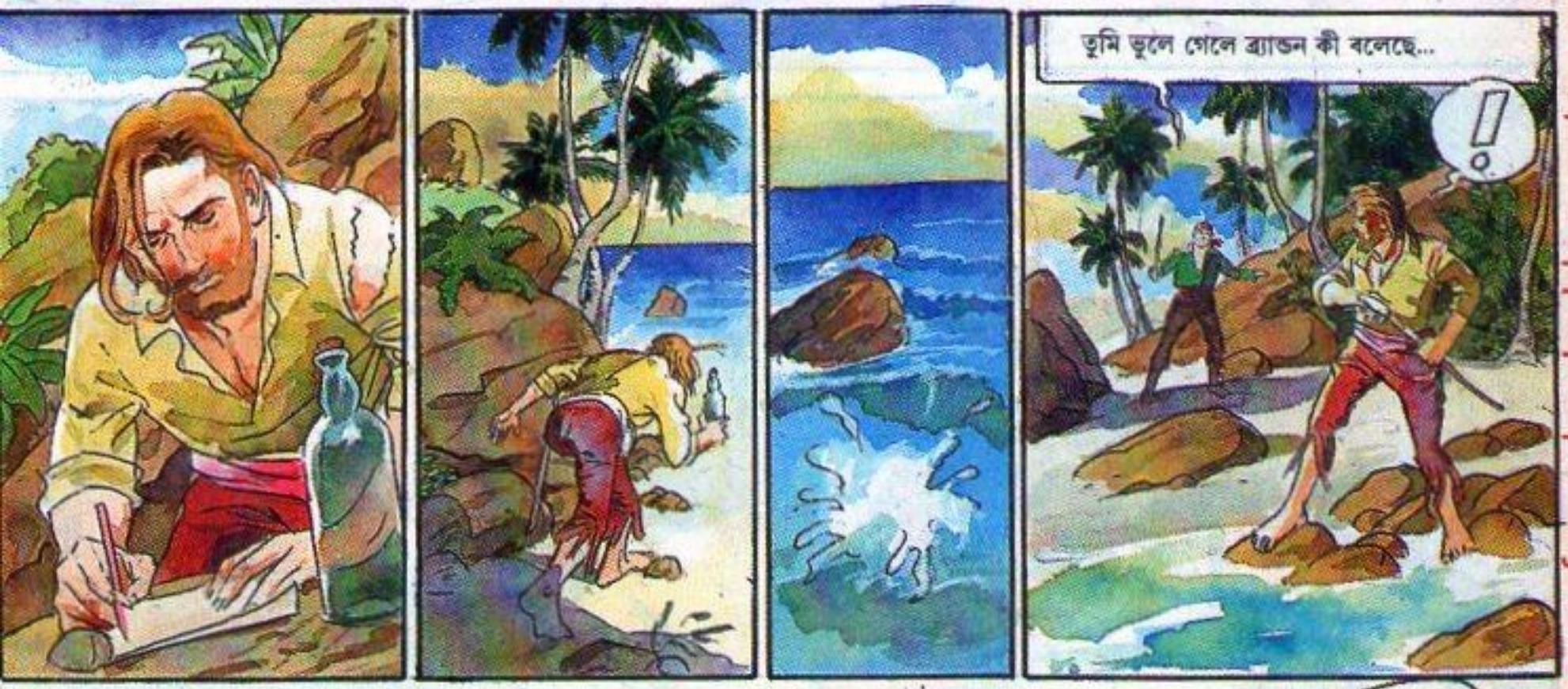

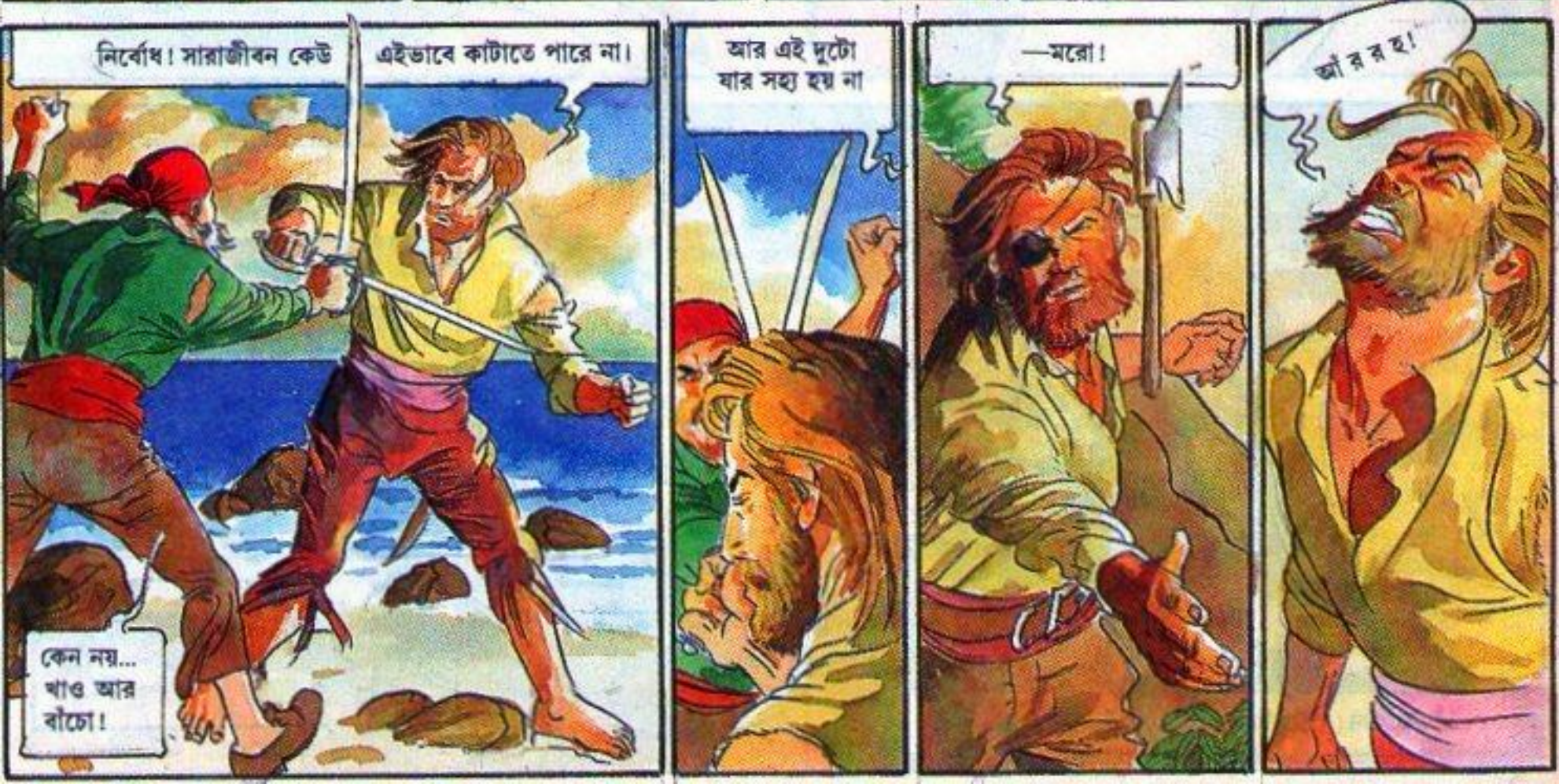

www.fun-n-books.blogspot.com

যদি কোনো দল এই উদ্ভিদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এখানে আসে। তারা যেন ব্র্যাডনের সঙ্গে মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসে।

—হেক্টর মানরো

...বাচ্চাগুলোকে দেখি নেওয়া যায় কি না।

বর্তমান। স্কেলেটন কোস্ট। নামিবিয়া।

কোস্ট ক্লিয়ার।

বোতল? ভিতরে কিছু রয়েছে!

!

গ্যাঁ ও ও!

গুঁ ও ও ও

www.fun-n-books.blogspot.com

সভার্স... বিল ক্যালেনবাখ বলছি। আমার হাতে একটা চারশো বছরের পুরনো চিঠি রয়েছে, যেটা তোমার মাথা ঘুরিয়ে দেবে।

তিনটে জাহাজডুবি হয় ১৬২২-এ...

এই ত ডাঃ হেক্টর মানরো। কংকুয়েস্ট জাহাজে করে যাচ্ছিল ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জে।

বারমুডার কাছাকাছি এসে জাহাজডুবি হয়। কারণ জানা যায়নি।

সো হি ওয়াজ এ ডক্টর। ...তবে ব্ল্যাকহোল ব্র্যান্ডন...?

ব্ল্যাকহোল ব্র্যান্ডন ছিল এক দুর্ধর্ষ জলদস্যু। একটা চোখ ছিল না, তার জায়গায় ছিল এক গহ্বর, তাই এই নাম। এক হাজারের বেশি লোক মেরেছিল।

এমনও ত হতে পারে কংকুয়েস্ট ব্র্যান্ডনের কবলে পড়েই ধ্বংস হয়... মানরোকে মারেনি, সেকালে ভাল ডাক্তারের কদর করত দস্যুরা।

তবে মানরো আর ব্র্যান্ডন এই অজানা দ্বীপে কী করছিল বলা কঠিন...

...হয়ত দস্যুদেরও জাহাজডুবি হয়... ওই দ্বীপে আশ্রয় নেয়...

যে-কোনো কারণে হোক ডাঃ হেক্টর মানরো কংকুয়েস্ট ডুবির পরেও বেঁচে ছিলেন... এই চিঠিই তার প্রমাণ...

আমার নাম ডেভিড মানরো। আমি একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছি। আমাকে আপনাদের অভিযানে নিয়ে চলুন।

মরগ্যানের ওখানে দেখলাম না তোমায়?

হ্যাঁ। আমি লেখালিখি করি। কিছু তথ্য সংগ্রহ করার জন্য গিয়েছিলাম।

ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি বাপ-ঠাকুর্দার কাছে শেক্সপিয়ারের সমসাময়িক ডাঃ হেক্টর মানরোর কথা। তাই ভাবছিলাম ওঁকে নিয়ে লিখি...

...আপনাদের দেখলাম... ভাবলাম এটা নিয়ে আসি, বহুকাল ধরে রয়েছে আমাদের বাড়িতে, ডাঃ হেক্টর মানরোর নাম খোদাই করা সপ্তদশ শতাব্দীর অ্যারো রিমুভার।

...যাই হোক, এই চিঠি যার লেখা তার রক্ত বইছে এর ধমনীতে।

অ্যামেরিকান বিল ছাড়া আছেন জাপানি বৈজ্ঞানিক হিদেচি সুমা... এই সুমা ক্রাফ্‌ট-এর জনক। নিজের তৈরি আরো যন্ত্রপাতি এনেছেন। একজন প্রথম শ্রেণীর জীব-রাসায়নিকও বটে।

যদিও কাচের বোতল দেখতে খুব পলকা হয়। একটা ভালভাবে ছিপি আটকানো বোতল সামুদ্রিক ঝড়ের মধ্যেও ভেসে থাকতে পারে, যে ঝড় বড় বড় জাহাজকেও ডুবিয়ে দেয়।

তবে বোতল কোনদিকে ভাসবে বলা কঠিন। ব্রেজিলের কাছে সমুদ্রে একবার দুটো বোতল একসঙ্গে ফেলা হয়েছিল। একটা ১৩০ দিন পূর্বদিকে ভেসে আফ্রিকায় গিয়ে পৌঁছয়। দ্বিতীয়টা ১৯৬ দিন পরে উত্তর-পশ্চিমে নিকারাগুয়ায় ভেসে ওঠে।

একবার গুপ্তধনের সন্ধানে বেরিয়ে এক জাপানি নাবিক মাৎসুয়ামার জাহাজডুবি হয় ১৭৮৪-তে। একটা কোরাল রিফে আশ্রয় নিয়ে না খেতে পেয়ে মারা যায়। তবে তার আগে একটা কাঠের গায়ে কিছু খোদাই করে বোতলে পুরে ভাসিয়ে দেয়।

১৯৩৫ সালে, ১৫০ বছর পরে সেই বোতল এসে পৌঁছয় জাপানের সমুদ্রতীরে এক গ্রামের কাছে, যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন স্বয়ং মাৎসুয়ামা।

www.fun-n-books.blogspot.com

মানরো দ্বীপ

সপ্তদশ শতাব্দীর এক অজানা দ্বীপে এখনও কি মানুষের পা পড়েনি?

...পড়লেও এ উদ্ভিদের কথা কেউ জানে বলে মনে হয় না।

ইয়েস আই এগ্রি। তবে এ দ্বীপে অবাক করে দেওয়ার মতো কিছু আছে বলে মনে হয় না।

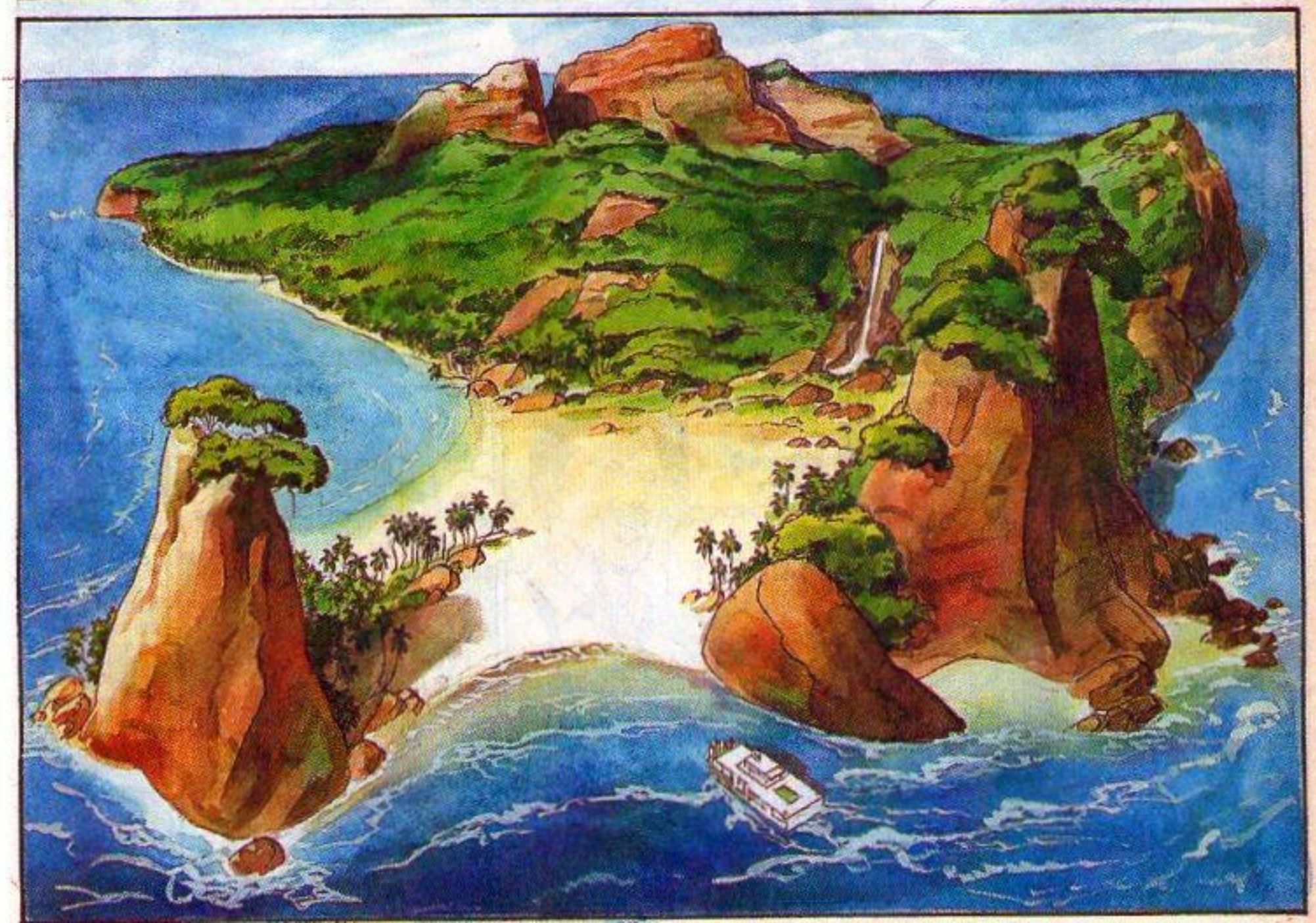

এখন মনে হচ্ছে চারশো বছরের পুরনো একটা চিঠিকে আমরা একটু বেশি সিরিয়াসলি নিয়েছি।

তোমাদের মনে হচ্ছে মানুষের জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনার মতন কিছু পাওয়া যাবে এখানে?

নো বার্ডস ?!

উই হ্যাভ ইনডিড এ রিমার্কেবল আইল্যান্ড টু এক্সপ্লোর!

হ্যাঁচ্চো!

হ্যাঁচ্চো হ্যাঁচ্চো হ্যাঁচ্চো হ্যাঁচ্চো হ্যাঁচ্চো

গুরুটা ভালই হল।

হ্যাঁচ্চো

...১০৪° জ্বর!

আমি আর রকেট ওখান থেকে একটু ঘুরে আসছি।

বাট বি কেয়ারফুল ডেভিড।

নো— নো-নো-নো!

দেয়ার ইজ সামথিং বিগ হিয়ার। সাম লিভিং থিং। ...ওয়ান পয়েন্ট টু কিলোমিটার ফ্রম হিয়ার। ওইদিকে।

ডাইনোসর!
এর নাম দিয়েছি টেলিকার্ডিওস্কোপ। বহুদূরের প্রাণীর হৃৎস্পন্দন শোনা যায়। প্রাণী কোনদিকে কতদূরে আছে সেটা ডিস্ক-এর মুখ আর সঙ্গে এই নবটা ঘুরিয়ে বোঝা যায়।
ঢিব
ঢিব
ঢিব
ঢিব
এটা প্রোটোটাইপ... এক বন্ধুর সাইবেরিয়ান বাঘ স্টাডির জন্য করা।
অদ্ভুত... প্রাণীটা একই জায়গায় রয়েছে। অ্যান্ড আই থিঙ্ক ইট ইজ কোয়াইট বিগ।
বিগ মানে? কত বড়?
মানুষের চেয়ে বড়। বড় প্রাণীর ঢিমে হৃৎস্পন্দন। ...এর দেখছি পঞ্চাশের একটু ওপরে।
কচ্ছপ হতে পারে কি?
পসিবল।
যাই হোক, আমাদের এখানে আসার উদ্দেশ্য ওই 'আশ্চর্য উদ্ভিদ'। আজ আমরা উপকূল অঞ্চলটা ঘুরে দেখব। পরে ওপরদিকটা যাওয়া যাবে।
তোমাদের আরেকটা জিনিস বলা দরকার : ইটস দ্য ওনলি লিভিং থিং ইন দিস আইল্যান্ড। অবশ্যই আমাদের ছাড়া।

আশ্চর্য! তবে মনে হয় কচ্ছপ-টচ্ছপই হবে। ...শঙ্কুর অ্যানাইহিলিন ত রয়েছে....

আমার রকেট

শুঁ: শুঁ:

ওটা ব্যবহার করবে না। নতুন কিছু থাকলে তার ছবি তুলে রাখব আমি...

নতুন কোনও প্রাণীর ওপর ব্যবহার করার প্রশ্নই উঠছে না, বিল।

সুমা রয়ে গেল। তার অন বোর্ড ল্যাব একটু গুছিয়ে রাখার জন্যে।

...একটামাত্র প্রাণী...?

হয়ত মহামারী বা কিছু এখানকার বড় প্রাণী নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে... ওই একটি প্রাণী বেঁচে রয়েছে... হয়ত সেও মৃত্যুপথে।

টিব টিব টিব টিব

সবই ত স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে...

...না কোনও পাখির ডাক, না অন্য কিছু...

দিস প্লেস ইজ কার্সড।

কেউ খেয়েছে... তবে বহুকাল আগে, বোঝাই যাচ্ছে। সরীসৃপ... পাখিও রয়েছে... সবই খাওয়া...

দ্যাট মনস্টার!

কাম ডাউন, ডেভিড।

তার মানে এ দ্বীপে এককালে জন্তু-জানোয়ার ছিল। ...বেশ ভালরকম ছিল...

কোনো অজানা প্রেডেটার... সুমার 'সামথিং বিগ' কি এদের সব খেয়ে ফেলেছে।

একটা গোটা দ্বীপের পশুপাখি একটামাত্র জানোয়ার খেয়ে ফেলেছে বলছ?

হয়ত আরো ছিল বা আছে, সুমার যন্ত্রে ধরা পড়েনি...

আই ফিল বিইং স্টক্‌ড!

একটা গন্ধ পাচ্ছ...?

কয়েক মুহূর্তের জন্য এই উদ্ভিদের আশ্চর্য রং ও গন্ধ আমাদের অনড় অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রেখে দিল।

ডেভিড! হাত দিও না!

সুমাকে দিয়ে অবিলম্বে এর রাসায়নিক বিশ্লেষণ করানো দরকার।

www.fun-n-books.blogspot.com

সত্যিই অদ্ভুত। তবে হাতে ধরলে কোনো ক্ষতি নেই।

বিল একটা ফল দেখতে চাইছে।

রংটা অসাধারণ... তবে এই ফল যে কী বিপ্লব ঘটাবে, বুঝতে পারছি না।

একটা মিরাকিউরল খেয়ে দেখো না...

পরে খাচ্ছি।

যা মনে হয়েছিল... সমস্তরকম ভিটামিন রয়েছে! অ্যামেজিং!

?

গ্রেট। তোমার ওষুধের কোনো তুলনা নেই। আমি সম্পূর্ণ সুস্থ!

এর মধ্যেই?

দেখতেই ত পাচ্ছ। আর এই নাও ফলটা...

?

www.fun-n-books.blogspot.com

বিল, জ্বরের ঘোরে আমার ওষুধের বদলে তুমি ফলটা খেয়েছ। আর তাতেই এই আশ্চর্য আরোগ্য লাভ!

তা হলে ত এই ফল খাইয়ে মানুষকে রোগমুক্ত করে দিতে পারি আমরা...

—নট সো ফাস্ট....

তার আগে আরো গবেষণা আছে। ভিটামিনের বাইরেও অনেক কিছু রয়েছে... দেখতে হবে।

দ্যাট মনস্টারস হার্টবিট ইজ গেটিং স্লোয়ার!

...একচল্লিশ!

সর্বনাশ! এ কি মরে যাবে নাকি?

এটা কোনো সাধারণ প্রাণী হতেই পাবে না। যে হাড়গুলো দেখে এলে...কচ্ছপের খাওয়া? ক্যামেরাটা নিয়ে আসি।

বিল ওয়েট। সন্ধে হয়ে এসেছে। কাল বেরোব।

বেরনো হল না।

পুরোপুরি বিশ্লেষণ করার জন্য বড় ল্যাব দরকার... আপাতত এটা আর না খাওয়াই ভাল।

এ কথা বলছ কেন? বিলের অসুখ একঘণ্টার মধ্যে সেরে গেল...

তা হলে তেজটা বোঝো।

থ্যাঙ্কস শঙ্কু।

হোয়াট? ...আমার খুব খিদে পাচ্ছে।

সমুদ্রের ধারে এই কাটল্যাসটা পেলাম...এখানে দস্যুরা এসেছিল!

ভাল খবর। ভেতরে এসো!

বিল হ্যাজ লেফ্‌ট! ক্যামেরা। সরঞ্জাম নিয়ে বেরিয়ে গেছে।

www.fun-n-books.blogspot.com

www.fun-n-books.blogspot.com

আমি খুব সন্তর্পণে গুহাটার দিকে এগোচ্ছি।

এই বিলের পোজিশন...

টিব টিব

টিব

নব ঘুরিয়ে একটু এগোতেই ওই প্রাণীটার হৃৎস্পন্দন! ...দশ মিটারের মধ্যে...

!

ঝুম

মারাত্মক অবস্থা! একটা একটার ওপর... মানুষের হার্টবিট থেমে গেল... বিলের...!

www.fun-n-books.blogspot.com

লেট্‌স গো!

যাই হোক না কেন। উই মাস্ট বি কেয়ারফুল।

ওই দেখ গুহার মুখ! আমার মন বলছে দস্যুরা এখানেই আশ্রয় নিয়েছিল।

ইয়েস! ...ব্র্যান্ডন আর মানরো ছাড়া আরো মানুষ ছিল...আর সিন্দুক!

এই মানুষদের কেউ খেয়েছে।

এরাও ত কিছু ছাড়েনি...সবরকম পশুপাখি রয়েছে...

আর এদের মেরে খেয়েছে ওই জানোয়ারটা বা সপ্তদশ শতাব্দীতে ওটার পূর্বপুরুষ যে ছিল...

নো ট্রেজার!

ক্যানাইনটা বড় বলে মনে হচ্ছে?

ইয়েস। আই ওয়ান্ডার।

কী?

নাথিং। দেখা যাক বিলকে পাওয়া যায় কি না...

একবার ওই গুহাটাও দেখে গেলে হত না... বিল ত ওদিকেই গিয়েছিল।

কাল।

আজ আর খোঁজা সম্ভব নয়।

শুধু গুপ্তধনটা যদি পাওয়া যেত...

গর র র

হাউ আউ গররররর হাউ

www.fun-n-books.blogspot.com

প্রাণীটা এখন চলেফিরে বেড়াচ্ছে। হৃৎস্পন্দন মিনিটে পঞ্চাশ।

গাম

গাম

রেডি ডেভিড?

অ্যাবসোলিউটলি। চলে আয়!

শুধু পশুপাখির চিহ্ন নেই!

কালকে ত এখান দিয়ে গিয়েছিলাম।

এই যে এদিকে

এ বিট ট্রিকি।

একটা গুহার মুখ বলে মনে হচ্ছে...

না। এ গুহার খোঁজ বোধ হয় ওরা কেউ পায়নি...

ওয়েট। কী একটা রয়েছে

হেক্টর মানরোর মেডিক্যাল বক্স!

HECTOR MANRO

দেখি... সপ্তদশ শতাব্দীর সব ওষুধপত্র...

দারুণ ব্যাপার!

এ দ্বীপে যদি লুকিয়ে থাকতে হয়, এই গুহাই উপযুক্ত জায়গা।

বিশ্বাস করবে না, কী পেয়েছি...

ডাঃ হেক্টর মানরোর ডায়রি!

HECTOR MANROE

ওয়ান্ডারফুল! হেক্টর মানরোর হাতে লেখা ডায়রি!

হুউ

লেখা শুরু হয়েছে এই দ্বীপে নামার পরদিন থেকে...

আউ

আউ

হুউ

হুউ

আউ

রকেট বোধ হয় কিছু দেখাতে চাইছে।

www.fun-n-books.blogspot.com

কাল এখানেই কোথাও বিল আর জানোয়ারটা মুখোমুখি হয়েছিল।

ওই যে গুহাটা।

বিল!

সুমা তোমার যন্ত্রে....

?!!

খেয়েছে বসে বসে...

অ্যায়...তাই হার্টবিট একলাফে পঞ্চাশ, শয়তান!

?

ফিল্মে কিছু থাকবে কী?

টেলিকার্ডিওস্কোপটা একবার চালিয়ে দেখছি কোথায় রয়েছে...

?

এই পাহাড়েই রয়েছে... চলে বেড়াচ্ছে...

আমি এগোচ্ছি।

কী হল ডেভিড?
?
অবশেষে ডেভিডের আশা পূর্ণ হল।
?
ইয়ো হো হো!
অ্যাট লাস্ট। ব্র্যাডনের গুপ্তধন!
একে খুব সম্প্রতি মারা হয়েছে। কে ছিল মানুষটা?
...আমাদের মতো অন্যরা কেউ এসেছিল কি এই দ্বীপে?
এসে এই জানোয়ারটির খাদ্যে পরিণত হয়েছে?

আমাদের অনুমান ঠিক। 'কংকুয়েস্ট' জলদস্যুদের হাতে পড়ে জলমগ্ন হয়।

৩ সেপ্টেম্বর, ১৬২২। বারমুডার কাছাকাছি এসে ব্রান্ডন ও তার দস্যুদলের কবলে পড়ি আমরা

www.fun-n-books.blogspot.com

যাত্রীদের নৃশংসভাবে হত্যা করে... আমি বেঁচে যাই...

ইনি ডাক্তার।

টেক হিম অ্যাবোর্ড!

তারপর আমরা রওনা দিই জামাইকার উদ্দেশ্যে...প্রচণ্ড ঝড়ে জাহাজডুবি হয়।

দিন কাটতে থাকে... অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ে।

প্যারাডাইস!

ঘটনাচক্রে এই নিল ফলের সন্ধান পাই ফল খেয়ে সকলেরই ব্যারাম ম্যাজিকের মতো সেরে যায়। ...আমরা সকলেই খেয়েছি...অমৃত!

ডাক্তারের আর কী প্রয়োজন?

এত চিন্তা কিসের ডাক্তার?

ডাক্তারের মেয়াদ ফুরিয়েছে।

অবিশ্বাস্য এই ফলের ক্ষুধাবৃদ্ধি শক্তি! এই তিন মাসে এদের শুধু খাই,খাই... স্বাভাবিক মানুষের আর কোনো চিন্তাই এদের নেই।

দেশের কথা মনে পড়ছে। আমার পরিবার।...

?!!

www.fun-n-books.blogspot.com

গ্রঁ ওওও
গুহার ভেতর থেকে একটা গন্ধ আসছে...
সরে আয়...সুমা দেখে নিক...
পনেরো মিটারের মধ্যে...গুহার ভেতর!
হুউ
ভেতরে খালি চোখে দেখাটাই সুবিধের।
আরো ঢোকার রাস্তা আছে।
?
আঃ!
গাম
ওই যে ওখানে!
গাম

www.fun-n-books.blogspot.com

এদিকটায় এল মনে হচ্ছে।

সভার্স আশা করি ঠিক হয়ে যাবে। ...গন্ধটা...

!

ব্ল্যাক হোল!

অবিশ্বাস্য!

ঘুপ

আঁর

শম্ভু, ফলের গুণটা একবার বুঝে দেখো!

যে একবার খাবে, এক অনাহার বা অপঘাত মৃত্যু ছাড়া তার মরণ নেই। ...নিজেদের খাওয়াখাওয়ি করে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দস্যু ব্ল্যাকহোল ব্র্যান্ডন!

www.fun-n-books.blogspot.com

এখানকার পশুপাখি এ ফল ছুঁত না বলেই আমার বিশ্বাস...

মানুষের লোভ...

অমৃতের লোভ!

পেলিকান।

অবশেষে অভিশাপমুক্ত পরিবেশ...

নতুন ঘর বাঁধার জন্য।

সমাপ্ত